ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৩৮ ● কলকাতা ● ২৬ মাঘ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দিল্লির 'বাঙালি মহল্লা'য় ফুটল পদ্ম, তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন-মহুয়ার প্রচারে ২ কেন্দ্রে মুখরক্ষা আপের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: বাঙালি অধ্যুষিত বাংলায় হালে পানি পায় না বিজেপি! অথচ দিল্লির 'বাঙালি মহল্লা'য় ঘরে ঘরে ফুটল পদ্ম। রাজধানীর যেকটি বিধানসভায় বাঙালির আধিক্য রয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই বিজেপির দখলে। তবে ওই সমস্ত বিধানসভায় আপকে জেতাতে মাঠে নেমেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। তবুও শেষরক্ষা হয়নি।কোন অঙ্কে বাঙালি ভোটার তথা দিল্লিবাসীর মন

এরপর ৬ পাতায়

দিল্লি নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর কলকাতায় জয়রুল্লাস বিজেপির পাল্টা জবাব তৃণমূলের

বেবি চক্রবর্তী: হুগলী

আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর দিল্লিতে ফুটল পদ্মফুল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিকে হারিয়ে দেশের 'হৃদয়ে' এবার বিজেপিরাজ। আর এই ফলাফল দেখে উচ্ছ্বসিত বঙ্গ বিজেপিও। ২০২৬-এ বাংলায়ও বদল হবে, তৃণমূলকে সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে গেরুয়া শিবির, আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদার।যদিও তাঁদের সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, দিল্লির ভোটের ফলাফলের কোনও প্রভাব বাংলায় পড়বে না।২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বাংলায় ডালপালা মেলতে শুরু করে বিজেপি। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েতেও চোখে পড়ার ভোট টেনেছিল গেরুয়া শিবির। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলার ১৮ জন সাংসদ পেয়েছিল

এরপর ৩ পাতায়

দিল্লী নির্বাচনে আপের পরাজয়ের পর দল ছাড়তে শুরু করেছেন কিছু বড়ো নেতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দিল্লী:- দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন-২০২৫-এ আম আদমি পার্টি কে চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শনিবার প্রকাশিত দিল্লি নির্বাচনের ফলে দেখা গেছে, বিজেপি ৭০টির মধ্যে ৪৫টিরও বেশি আসনে জয় লাভ করেছে।অন্যদিকে, AAP ৩০টির কম আসনে সীমিত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে।অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন, এবার আম আদমি পার্টিতে বড় ভাঙন দেখা যাবে।

এখন বড় নেতারা দল ছাড়বেন

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, AAP-র অনেক বড় নেতা দল ছাড়বেন। এই নেতাদের মধ্যে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম থাকতে পারে, যাঁরা এতদিন কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাজ্যেও AAP-র মধ্যে ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যেখানে দলের অনেক শীর্ষ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ছেড়ে যেতে পারেন।আগামী বছরগুলিতে যখন পাঞ্জাব ও গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তখনও দিল্লি নির্বাচনের এই ফলাফলের প্রভাব পড়তে পারে AAP-র পারফরম্যান্সের উপর।২০১৫ ও ২০২০-তে AAP-র ঐতিহাসিক জয় প্রসঙ্গত, ২০১৫ ও ২০২০ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি ঐতিহাসিক জয় লাভ করেছিল। ২০১৫ সালের নির্বাচনে AAP ৭০টির মধ্যে ৬৭টি আসনে জয়ী হয়েছিল। একইভাবে, ২০২০ সালের দিল্লি নির্বাচনে AAP ৭০টির মধ্যে ৬২টি আসন দখল করেছিল।এই সময়, দুইবারই দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, ২০১৩ সালের নির্বাচনে AAP কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে ৪৯ দিনের সরকার পরিচালনা করেছিল। সেই সময়ও কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে, কেজরিওয়াল তিনবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জেড এস আই-এর গবেষণা : ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণে নতুন দিগন্ত

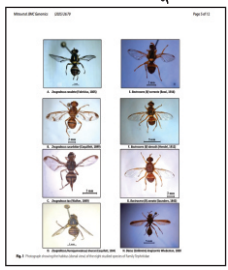

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ফলের মাছি (টেফ্রিটিডে) বিশ্বব্যাপী কৃষির জন্য একটি বড় সমস্যা, যা ফসলের ফলন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভাব ফেলে। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের যৌথ উদ্যোগে একটি গবেষণায় ফল-মাছি নিয়ন্ত্রণের একটি নতুন কৌশল তৈরি করা গিয়েছে যা এই পতঙ্গ দমনের প্রচেষ্টাতে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্নাল বিএমসি জিনোমিক্সে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত ফল মাছির

এরপর 8 পাতায়

ফলতায় কুঁড়িপত্রের প্রকাশ অনুষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আজ ফলতা থানার খোর্দশাসন তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ষান্মাসিক 'কুঁড়িপত্র' পত্রিকার ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মূলতঃ ছোটদের কথা ছোটদের কলমে এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। শিশু থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মনের কথা তাদের কলমে প্রকাশ করার ভাবনা নিয়ে অঞ্জনা গোড়িয়া (সাউ) এই পত্রিকার ডালি সাজিয়েছেন। পঞ্চাশ জনের বেশী ছাত্রছাত্রীর ছড়া কবিতা গল্প ও রঙীন ছবিতে এই সংখ্যাটি পূর্ণ হয়েছে।

কুঁড়িপত্রের সম্পাদক অঞ্জনা গোড়িয়া (সাউ) স্বাগত ভাষণে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেন। বর্ষীয়াণ

লেখক ও চিত্রশিল্পী অমরেশ মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন ক'রে শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। প্রধান অতিথি সাহিত্যসেবী সুনীল করণ ছোটদের জন্য এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। উপযুক্ত পরিচর্যায় আজকের কুঁড়ি আগামী দিনে ফুল ও ফলে পরিণত হবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। শিশু শিল্পীদের নাচ গানের সঙ্গে উপস্থিত কবি সাহিত্যিকদের স্বরচিত কবিতা পাঠ ছিল অনুষ্ঠানের উপরি পাওনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিশির পাইক।

(১ম পাতার পর)

দিল্লি নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর কলকাতায় জয়রুল্লাস বিজেপির পাল্টা জবাব তৃণমূলের

বিজেপি। একুশের বিধানসভা ভোটে 'এবার দুশো পার' স্লোগান দিয়েও মাত্র ৭৭-এই থামতে হয়েছিল তাদের। এরপর থেকেই ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু দিলীপ-সুকান্ত-শুভেন্দুদের দল। ভোটে তৃণমূলকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা তো দূরে থাক ক্রমেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে তারা। নব্য বনাম আদির দ্বন্দ্বে কাবু বিজেপি। সাংসদ-বিধায়ক-সহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও দল ছাড়ছেন। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গ বিজেপিকে চাঙ্গা করতে 'হোম টাস্ক' দিয়েছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

প্রায় ২৭ বছর পর দিল্লী দখল করলো বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিল্লী:- দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের দিকে এগোচ্ছে বিজেপি। রাজধানীতে ২৭ বছর পরে সরকার গঠন করতে চলেছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু দিল্লিতে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির হারে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক উদ্বেগের কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গের আকার ও বৈশিষ্ট্যে একাধিক পার্থক্য থাকলেও তৃণমূলের কাছে বিষয়গুলি উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন বিজেপির মতো দল।

১. খয়রাতির রাজনীতির শেষের শুরু?

দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেই সরকারি টাকায় জনগণের জন্য একাধিক সুবিধা ঘোষণা করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তার মধ্যে রয়েছে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ছাড়। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস যাত্রা। এ ছাড়াও রয়েছে নানা সুযোগ সুবিধা। এমনকী হিন্দু ভোট পেতে বিধানসভা নির্বাচনে জিতলে পুরোহিত মাসে ১৮ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছিল আপ। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভিজল না। যাতে স্পষ্ট খয়রাতির রাজনীতি সর্বোপরি নয়। মানুষ অধিকার ও উন্নয়ন চায়।

২. তোষণের রাজনীতিকে ছারখার করে ভাগ হতে পারে মুসলিম ভোটও

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপের মুসলিম ভোটের একাংশ কংগ্রেস ও AIMIMএর মধ্যে ভাগ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওখলা আসনে আপের আমানাতুল্লাহ খান মান বাঁচাতে পারলেও দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে মিম। মুস্তাফাবাদে দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্ত তাহির হোসেনকে প্রার্থী করেছিল মিম। সেখানে আপ ও মিমের ভোট কাটাকাটিতে জয় পেয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। অর্থাৎ মুসলিম ভোট সরতে পারে। আর সরলে কেজরিওয়ালের পরিণতি হতে পারে মমতারও।

৩. কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের রাজনীতি

ক্ষমতায় আসার পর থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সঙ্গে লাগাতার সংঘাতে জড়িয়েছে আম আদমি পার্টির সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে নাম তুলে নিয়েছে তারা। এর ফলে আখেরে ক্ষতি হয়েছে দিল্লির সাধারণ মানুষের। কেন্দ্রের সঙ্গে লাগাতার বৈরী সম্পর্কে সাধারণ মানুষও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে দিল্লির মতো ব্যতিক্রমী রাজ্য যেখানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া মানে কুমিরের সঙ্গে লড়াই। একই ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোট খাটো বিষয়ে লাগাতার কেন্দ্রের বিরোধিতা করে চলেছে। কেজরিওয়ালের মতো বুমেরা

৩১.০৩.২০২৫-এর পরেও আরও তিন বছরের জন্য সাফাই কর্মচারীদের জাতীয় কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ৩১.০৩.২০২৫-এর পরে, আরও তিন বছরের জন্য, অর্থাৎ ৩১.০৩.২০২৮ পর্যন্ত সাফাই কর্মচারীদের জাতীয় কমিশন (এনসিএসকে)-এর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তিন বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে এই খাতে মোট বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০.৯১ কোটি টাকা। এর ফলে, আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাফাইকর্মীদের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। কমিশনের

এরপর ৫ পাতায়

আঞ্চলিকতাবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ নিয়ে কীভাবে এই দেশে আলোচনা হতে পারে? - প্রশ্ন উপ-রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিভেদমূলক শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় আজ বলেছেন, "আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, আজ আমরা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি, তা জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়েও গুরুতর... (কিছু) মানুষ এমন পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে, তা ঘৃণ্য বিভেদ তৈরি করছে। বিভেদের নানা ভিত্তি রয়েছে – জাতিগত, আঞ্চলিকতাবাদ। আমি বুঝতে পারছি না, এই দেশে আঞ্চলিকতাবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ নিয়ে কীভাবে আলোচনা হতে পারে। এটা অবান্তর ও ভিত্তিহীন। কিন্তু, যখন আমরা এর শিকড়ের দিকে তাকাই, তখন আমরা জাতীয়তা বিরোধী শক্তির হাত দেখতে পাই।"

কর্ণাটকের রাণেবেন্নুরে কর্ণাটক বৈভব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "এই শক্তিগুলি (বিভেদকামী) বিভিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, যার বলে তাঁরা আইনি সহায়তার দ্বারস্থ হতে পারেন। কিন্তু, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জাতীয়তা-বিরোধী অনুভূতিকে উস্কানি দিতে টাকার খেলা চলছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই শক্তিগুলি দেশকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের মধ্যে সংঘাত তৈরি করছে। তারা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চায়।"

উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার উপর জোর দেন।

সম্পাদকীয়

অনুব্রতর বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জানাল ইডি

গরু পাচার মামলায় আপাতত তিনি জামিনে মুক্ত। তবে স্বস্তি নেই তাতেও। এবার এই মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। যার আর্থিক পরিমাণ ২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩৬টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।তদন্তের পর ইডির অভিযোগ, গরু পাচারের মধ্যে দিয়ে অনুব্রতর হাতে আসে ৪৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। যার একাংশ তাঁর হিসাবরক্ষক এবং মেয়ের অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই কারণে অনুব্রত গ্রেপ্তার হওয়ার পর ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মেয়ে সুকন্যা এবং হিসাবরক্ষক মণীশকেও গ্রেপ্তার করেছিল। পরে তাঁরা জামিনে মুক্ত হন। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ৫১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি। আরও সম্পত্তির সন্ধানে রয়েছেন তদন্তকারীরা।এই অ্যাকাউন্টগুলি অনুব্রত মণ্ডল, তাঁর পরিবারের সদস্য, অনুব্রতর হাতে থাকা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার নামে। এছাড়াও এর মধ্যে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে বেনামেও।

উল্লেখ্য, গরু পাচার মামলার তদন্তে নেমে প্রথমে বিএসএফের কম্যান্ড্যান্ট সতীশ কুমার ও ব্যবসায়ী মহম্মদ এনামুল হকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল সিবিআই। তাদের গ্রেপ্তারের পর জেরা করে নানা সূত্র থেকে সিবিআই ও ইডি জানতে পারে, বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলও এতে জড়িত। ২০২১ সালে তাঁর বিরুদ্ধেও শুরু হয় তদন্ত। ২০২২ সালের আগস্টে প্রথমে সিবিআই বোলপুরের বাড়ি থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে শুরু হয় বিচারপর্ব। তিহাড় জেলে বন্দি ছিলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা। পরে নভেম্বরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডিও। ২০২৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অনুব্রত গরু পাচার মামলায় জামিন পান। জেল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন বোলপুর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানের মানুষের আশীর্বাদে তাঁর সরকার ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে। এই ১০ বছর ধরে সাধারণ মানুষের কষ্ট দূর করতে এবং তাঁদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছে। স্বাধীনতার পর পূর্বতন সরকারগুলি ৫০-৬০ বছর ধরে যা করতে পারেনি, তাঁর সরকার ১০ বছরে তা করে ফেলেছে। রাজস্থানে জলের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এখানে বহু জায়গায় খরার প্রকোপ দেখা যায়, অথচ অন্যান্য জায়গায় নদীর জল অব্যবহৃত অবস্থায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এজন্যই নদী সংযুক্তিকরণের ভাবনা ভেবেছিলেন এবং সেজন্য একটি বিশেষ কমিটি গড়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল, নদীর উদ্বৃত্ত জল খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে পাঠানো। এতে একদিকে যেমন বন্যার সমস্যা দূর হবে, তেমনই খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জেল পৌঁছবে। সুপ্রিম কোর্টও এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু, আগের সরকারগুলি জল সমস্যার সমাধানের কোনো সদিচ্ছা দেখায়নি, উলটে রাজ্যগুলির মধ্যে জল নিয়ে বিবাদকে আরও মদত দিয়েছে। এই নীতির জন্য রাজস্থানকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বিশেষত, মহিলা ও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও নর্মদা নদীর জলকে গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসকে ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত ও যশবন্ত সিং-এর মতো নেতারা সমর্থন জানিয়েছিলেন। জালোর, বারমেঢ়, চুরু, ঝুনঝুনু, যোধপুর, নাগপুর এবং হনুমানগড়ের মতো এলাকায় এখন নর্মদার জল পৌঁছে যাওয়ায় শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বত্রিশতম পর্ব)

শোভাযাত্রাটি রাজবাড়ীর সামনে দাঁড়াল। কীর্তনীয়ারা দু হাত তুলে নাচতে নাচতে গাইছে-

"আয়রে আয়- নগরবাসী! দেখবি যদি আয়
জগৎ জিনিয়া চূড়া – যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়া- যম জিনিতে যায়।"

রাজপরিবারের লোকেরা মৃত্যুপথ যাত্রী চূড়ামণি বাবুর এই কঠোর বিদ্রুপে খুব মর্মাহত হলেন। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করে, চূড়ামণি দত্ত শেষ পর্যন্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলেন।

পুত্র কালীপ্রসাদ মহাসমারোহে চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২য় পাতার পর)

জেড এস আই-এর গবেষণা : ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণে নতুন দিগন্ত

ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়। গবেষক দলটি কুমড়ো, শশা এবং লাউয়ের মতো ফসলের ওপরে বসা ফলের মাছির মাইটোকন্ড্রিয়াল সিওআই জিনের সিকোয়েন্স করে ফেলেছে। বিশ্লেষণে নিউক্লিওটাইড অবস্থানে ৩০টি অনন্য পরিবর্তনশীল স্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে।

জেডএসআই-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জী এই গবেষণার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে বলেন, ফলের মাছি একটি ধ্বংসাত্মক কীট এবং পশ্চিমবঙ্গে যেখানে গ্রামাঞ্চলে পরিবারের ৭০%-র বেশি মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল সেখানে আমাদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নতুন পদ্ধতি কেবল ফসল রক্ষা করবে না, রাসায়ণিক কীট নাশকের ওপর আমাদের নির্ভরতাও কমাবে। কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যবস্থা আনার ফলে আমরা পরিবেশের ক্ষতি কমাতে পারি এবং কৃষি পেশাদারদের হাতে সুনির্দিষ্ট সরঞ্জাম তুলে দিয়ে ক্ষমতায়নে সাহায্য করতে পারি। এই গবেষণা ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণে একটি সম্ভাবনাময় পথ নির্দেশ করে।

ফলের মাছি : খাদ্য নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক

ফলে মাছি সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। সরাসরি মাছির লার্ভা থেকে অথবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিকারক অণুজীব বা পচনশীল পদার্থ যেটি স্ত্রী মাছির ডিম পাড়ার স্থান দিয়ে ফল ও সবজির মধ্যে প্রবেশ করে এবং ফলে পচন ধরা ত্বরান্বিত করে- ফলে, বছরে বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

নতুন গবেষণা ফলের মাছির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি যুগান্তকারী হাতিয়ার। এই নতুন পদ্ধতি দ্রুত, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য প্রজাতি শনাক্তকরণে সহায়তা করে, ফসলের ক্ষতি হ্রাস করতে সাহায্য করে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে এটি অবশ্যই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেখানে মৃত্যুপুরীর রাজা তাঁর জন্য বিশাল এক সুন্দর মন্দির বানিয়েছিল। মহাদেব মুগ্ধ হয়ে দেবী পার্বতীর সাথে কিছুকাল সেখানেই বাস করতে শুরু করলেন। একদিন পার্বতী মহাদেবের কাছে পাশা খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। খেলা সবে শুরু করতে যাবেন,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভাষণের মাইক বন্ধ করতে গিয়ে আহত হলেন পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনা হুগলির পান্ডুয়ায়

বেবি চক্রবর্ত্তী :হুগলী

পান্ডুয়ায় আক্রান্ত পুলিশ। ইটের আঘাতে মাথা ফাটল এক পুলিশ আধিকারিকের। জখম হয়েছেন এক ভিলেজ পুলিশও। শনিবার দুপুরে পাঁচঘরা তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়াল গ্রামে সরস্বতী পুজোর শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানো নিয়ে অশান্তি বাঁধে।মাধ্যমিক পরীক্ষা আসন্ন। তার আগে তারস্বরে বক্স বাজানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। সেই অভিযোগ পেয়ে সাউন্ড বক্স বন্ধ করতে গেলে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পুলিশের।

শোভাযাত্রা আটকে পুলিশ সাউন্ড বক্স খুলে নিতে গেলে গ্রামবাসীদের একাংশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে ঘিরে ধরে শুরু হয় মারধর। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথরও ছোড়া হয়। ইটের ঘায়ে জখম হয়েছেন এএসআই রাজদেব হাজরা। ও ভিলেজ পুলিশ সুদীপ ঘোষ। ইটের ঘায়ে মাথা ফেটে যায় রাজদেববাবুর।

আহতদের পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। ঘটনার খবর পেয়ে হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ডিএসপি ক্রাইমের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

ভোটকাটুয়া কংগ্রেসই কি ডেকে আনল আপের বিপর্যয়? হরিয়ানার 'বদলা' হাত শিবিরের

বেবি চক্রবর্ত্তী :হুগলী

দিল্লির দরবারে কি ফিরতে চলেছে বিজেপি? প্রাথমিক ট্রেন্ড কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করতে শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে আপের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে পদ্ম শিবির। যদি এই ট্রেন্ডই বজায় থাকে তাহলে মানতেই হবে, ২৭ বছর পরে বিজেপির দিল্লির তখতে প্রত্যাবর্তনে অন্যতম 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠছে কংগ্রেস।দেখা যায়, কেজরিওয়াল যে ১১টি কেন্দ্রে প্রচারে গিয়েছিলেন সেখানেও আপ শূন্য হাতে ফিরেছে বটে। কিন্তু ভোট পেয়েছে প্রচুর। শেষপর্যন্ত ফলাফলে দেখা গিয়েছিল বিজেপি ৪৮। কংগ্রেস ৩৭। অর্থাৎ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল বিরাট পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। দিল্লিতে এবার হাত শিবির সেভাবেই 'বদলা' নিচ্ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের বড়জোর একটি আসনে জেতার ইঙ্গিত করেছে এক্সিট পোল। কিন্তু সেই পরিসংখ্যানের নেপথ্যে থাকতে চলেছে আপের 'কাঁটা' হয়ে ওঠাটাও।হরিয়ানায় কংগ্রেসের ভোট কেটেছিল আপ। এবার দিল্লিতে একই 'খেল' দেখাচ্ছে হাত শিবির। ভোটকাটুয়া কংগ্রেসই হয়ে উঠবে আপের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ? তেমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

যেমন দিল্লির মুসলিমপ্রধান চাঁদনি চক এলাকায় বাল্লিমারান কেন্দ্রে মূল লড়াই আপের বিধায়ক ইমরান হুসেনের সঙ্গে বিজেপির কমল বাগরির। কিন্তু দীর্ঘদিন এই কেন্দ্রে বিধায়ক থাকা কংগ্রেসের হারুন ইউসুফ নিজে না জিতলেও প্রাথমিক ট্রেন্ড থেকে মনে করা হচ্ছে এখানে বিজেপি জিতলে কংগ্রেসের প্রার্থীর আপের ভোট কেটে দেওয়াটাই প্রধান কারণ হবে! অবশ্য কেবল কংগ্রেস নয়। এআইএমআইএমও কোনও কোনও কেন্দ্রে আপের ভোটকাটুয়া হিসেবে দেখা দিচ্ছে। যদিও প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছিল, কংগ্রেস হয়তো জোট বাঁধবে আপের সঙ্গে। কিন্তু এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রের দাবি ছিল, কংগ্রেসকে ১৫টি আসন দেবে আপ। সেই সঙ্গেই অন্য দলগুলিকে দেবে আরও ১ থেকে ২টি আসন। বাকিগুলিতে লড়বে ঝাড়ু শিবির। কিন্তু খোদ কেজরিই এর পর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আম আদমি পার্টি দিল্লির এই নির্বাচনে নিজের শক্তি অনুযায়ী একলাই লড়বে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার কোনও সম্ভাবনাই নেই।' শেষপর্যন্ত তাই হয়। আপ একা লড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল হরিয়ানাতেও। সেখানেও ঝাড়ু শিবির ও হাত শিবিরের জোট বাঁধার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা আলাদা আলাদা করেই লড়ে ভোটে। আর সেক্ষেত্রে বহু কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভোট কেটে নেয় আপ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

(৩ পাতার পর)

৩১.০৩.২০২৫-এর পরেও আরও তিন বছরের জন্য সাফাই কর্মচারীদের জাতীয় কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

কাজের মধ্যে রয়েছে – সাফাই কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি, সামাজিক মর্যাদাগত অসাম্য দূর করা; বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির রূপায়ণ ও মূল্যায়ন; সাফাই কর্মচারীদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা ও মজুরি সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করা; সাফাই কর্মচারীদের কোনো সমস্যা নজরে এলে, সে সম্পর্কে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে অবহিত করা প্রভৃতি।

১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে সাফাই কর্মচারীদের জন্য প্রথম জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়।

হাসিনার প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে লুঠতরাজ চালাতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে গণপিটুনি খেল হিযবুত জঙ্গিরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঢাকা: মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসনের মদতে গত তিনদিন ধরে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ি ও কার্যালয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে হিযবুত তাহরীর ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের জঙ্গিরা। কিন্তু এবার পাল্টা প্রতিরোধের মুখে পড়ল পাকিস্তানপন্থী নব্য তালিবানরা। গতকাল শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) গাজীপুরে শেখ হাসিনা জমানার মন্ত্রী মোজাম্মেল হকের বাড়িতে লুঠতরাজ চালাতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে গণপ্রহার খেয়েছে ১৫ জঙ্গি।আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে লুঠপাট চালাতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে হিযবুত জঙ্গিদের গণপিটুনি খাওয়ার ভিডিও ফুটেজ ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নেটা নাগরিকরা বলছেন, 'যেমন কর্ম, তেমন ফল।' সেই সঙ্গে দেশদ্রোহী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের দেখামাত্র পাগলা কুকুরের মতো পিটিয়ে মারার জন্য সাধারণ মানুষের কাছেও আর্জি জানিয়েছেন অনেকে।

খবর পেয়ে সেনা জওয়ানরা গিয়ে ওই জঙ্গিদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছে। আর ওই ঘটনার খবর জানাজানি হতেই সমাজমাধ্যমে নেটা নাগরিকরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাধারণ মানুষের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গতকাল শুক্রবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাত নয়টা নাগাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শতাধিক হিযবুত তাহরীর জঙ্গি আগ্নেয়াস্ত্র, শাবল, গাঁইতি নিয়ে গাজীপুরের ধীরাশ্রমের দক্ষিণখানে প্রাক্তন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হকের বাড়িতে চড়াও হয়। জিনিসপত্র লুঠ করার পাশাপাশি বাড়িটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালাতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাতে আপত্তি জানান। তাতে ক্ষেপে গিয়ে প্রতিবাদকারীদের উপরে চড়াও হয় জঙ্গিরা। ওই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ি ঘির ধরেন তারা। তার পরে মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুরকারী হিযবুত জঙ্গিদের উপরে পাল্টা চড়াও হয়। নব্য তালিবানদের ঘিরে ধরে শুরু করেন গণপ্রহার। বেধড়ক মারধর খেয়ে মাস্তানি চালানো হিযবুত তাহরীর জঙ্গিদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।' সতীর্থদের গণপ্রহারের খবর জেনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা তথা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ, মাহফুজ আলমরা। জয়দেবপুর থানায় ফোন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে আটকে পড়া লুটেরা ও জঙ্গিদের উদ্ধারের নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশ পাওয়ার পরেই সেনাবাহিনীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হিযবুত জঙ্গিদের উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে মারধরে আহত জঙ্গিদের স্থানীয় শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনের অবস্থা আশকাজনক হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

(১ম পাতার পর)

দিল্লির 'বাঙালি মহল্লা'য় ফুটল পদ্ম, তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন-মহুয়ার প্রচারে ২ কেন্দ্রে মুখরক্ষা আপের

জিতেছে বিজেপি? এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। তবে রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ, বাঙালিরা কোনওদিনই একজোট ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। প্রত্যেক ভোটারের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশ-দশের কথা ভেবে ভোট দেন তাঁরা। এক্ষেত্রে নিজেদের নিজের মহল্লার উন্নয়নের বিষয়টি গৌণ হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছে। এছাড়া দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এ বছর লড়তে হয়েছে ১০ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে সঙ্গী করে। ক্ষমতায় আসার পর ১২ বছরে কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেও বহু কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। দিল্লির মতো রাজ্যে শুধু খয়রাতির উপর ভরসা করে কেজরিওয়াল ভোটে জয়ের আশায় ছিলেন। কিন্তু দেশের রাজধানীতে ভোটে জিততে হলে রাস্তাঘাট, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার, সর্বস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়নের আলো পৌঁছে দেওয়া দরকার, সেটা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। দিল্লির বহু প্রান্তে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, নর্দমায় জল জমা, অপরিচ্ছন্ন আবর্জনার স্তূপ মাথাচাড়া দিচ্ছিল। এমনকী কেজরির গর্বের সরকারি স্কুল, মহল্লা ক্লিনিকেরও বেহাল দশা। তাছাড়া স্থানীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তার প্রতিফলনই মিলল ভোটবাক্সে।দুটি আসনে মুখরক্ষা করলেও বাকিগুলিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে আপ।

গ্রেটার কৈলাস, কালকাজি, করোল বাগ, ত্রিলোকপুরী পটপরগঞ্জ, পালাম, লক্ষ্মীনগর, উত্তম নগর, সঙ্গম বিহার এবং লক্ষ্মীনগর বিধানসভাগুলিতে বাঙালির আধিক্য। এর মধ্যে আটটি কেন্দ্র গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। বাকি দুটিতে কালকাজি এবং করোল বাগে জিতেছে আপ। কেজরির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা, মহুয়া মৈত্ররাও। 'বাঙালি মহল্লা' করোল বাগে আম আদমি পার্টির হয়ে প্রচার করেছিলেন মহুয়া। কালকাজিতে সভা করেছিলেন 'বিহারীবাবু' শত্রুঘ্ন সিনহা। এই দুই আসনই মুখরক্ষা করেছে কেজরিওয়ালের। ত্রিলোকপুরী, লক্ষ্মীনগরেও তৃণমূল সাংসদ আপের হয়ে 'ঝাড়ু' ধরলেও সেখানে খাতা খুলতে পারেনি কেজরির দল। ফুটেছে পদ্ম।

সিনেমার খবর

অশান্ত মন সামাল দিতে যে পথ বেছে নিলেন সামান্থা

সামান্থা রুথ প্রভু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

চার বছর সংসার করার পর দাম্পত্য ভেঙেছিল তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে। সম্প্রতি সেই তৃতীয় জন হয়ে গিয়েছেন প্রাক্তন স্বামীর বর্তমান স্ত্রী। আর সেই ঝড়ে গত কয়েক বছরে বেশ খানিকটা টালমাটাল হয়েছে ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয়ত অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর জীবন। নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর শুধু মনই নয়, ভেঙে পড়েছিল তার শরীরও। মায়োসাইটিসের মতো স্নায়ুর জটিল রোগে ভুগছেন তিনি। অসুস্থতার কথা গোপন করেননি সামান্থা। তবে ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছেন যাবতীয় পিছুটান। নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন নিজেকে।

মাস খানেক আগেই মুক্তি পেয়েছে তার ছবি 'সিটাডেল: হানি বানি'। বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে জুটি বেঁধে এ ছবি খুব সাফল্য না পেলেও ফিরে তাকাতে নারাজ সামান্থা। বরং তিনি চান এগিয়ে যেতে। কিন্তু কীভাবে নিজের ভিতরে শান্তি খুঁজে পান তিনি, এবার তা-ই ভাগ করে নিলেন অনুরাগীদের সঙ্গে।

বুধবার সকালে নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে সামান্থা ভাগ করে নিয়েছেন একটি ভিডিও, সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, কোনওভাবেই নিজের মনের মধ্যে চলা উথাল-পাথাল ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। অভিনেত্রীর মতে কৌশলটি খুব সহজ, প্রথমে নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলো অনুধাবন করতে হবে। তারপর সেগুলোকে ভাসিয়ে দিতে হবে। কোনওভাবেই তার মধ্যে জড়িয়ে পড়া যাবে না। আর এই বিষয়ে সব থেকে কার্যকর পদ্ধতি হল ধ্যান।

সামান্থা লিখেছেন, "আমার জীবনে ধ্যান একটা আশ্রয় হয়ে উঠেছে— নিজের ভিতরে থাকা স্থির, শান্তির সমুদ্রে ফেরার পথ। পৃথিবী যতই অস্থির হয়ে উঠুক, আমি জানি আমার ভিতরে সেই শান্ত বিন্দুটি সব সময় রয়েছে, আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। যখনই নিজের কাছে ফেরার এই পথ চিনে ফেলবেন, তখনই বাইরের সমস্ত গোলযোগ স্তিমিত হয়ে যাবে।"

শুধু নিজের জন্য না, সামান্থা সকলকে এই পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেছেন। তার দাবি, এই বিশেষ অভ্যাসের জন্য কোনও বিশেষ পন্থা নেই। যেকোনও সময়, যেকোনও জায়গায় আত্মস্থ হতে পারলেই অপার শান্তি। সেজন্য শুধু শান্ত হয়ে বসে নিজের চোখ দু'টি বন্ধ করে ফেলতে হবে, তারপর গভীর শ্বাস নিতে হবে।

২০১৫ সাল থেকে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান সামান্থা। ২০১৭ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন দু'জনে। দীর্ঘ চার বছর এক সঙ্গে থাকার পরে বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন তারা। শোনা যায়, বিচ্ছেদ ঘোষণার কয়েক মাস আগেও নাগার সঙ্গে পরিবার কল্পনা করছিলেন সামান্থা। কিন্তু সম্পর্কে থাকাকালীনই নাগার জীবনে আসেন শোভিতা ধুলিপালা। সামান্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে শোভিতাকে নিয়ে জল্পনা চলছিল ঠিকই, তবে নাগা বা শোভিতা কেউই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি। অবশেষে গত নভেম্বরে বিয়ে সারেন নাগা-শোভিতা।

প্রেমের ইঙ্গিত দিলেন রাশমিকা, প্রেমিক কে?

রাশমিকা মান্দানা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এবার প্রেমের ইঙ্গিত দিলেন ভারতের জাতীয় ক্রাশের তকমা পাওয়া অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। ভক্তদের কৌতূহল দূর করতে নিজেই জানালেন, তিনিও কারও পার্টনার।

এর আগে রাশমিকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে একাধিক নায়কের। সবচেয়ে বেশি শিরোনামে এসেছে অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। যদিও প্রকাশ্যে কখনওই নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়নি রাশমিকাকে। এবার এক সাক্ষাৎকারে মনের কথা আর গোপন করেননি তিনি। 'আনন্দের জায়গা' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খানিকটা মুখ ফসকেই 'সত্যিটা' বলে ফেললেন 'পুষ্পা'র নায়িকা।

রাশমিকার কথায়, সবচেয়ে আনন্দের জায়গা হল বাড়ি। এখানেই মনে হয়, জীবনে সাফল্য আসবে যাবে। তা কখনওই চিরস্থায়ী নয়। তবে এই জায়গাই আমার শিকড়।

এরপরই যোগ করেন, তাই এখান থেকেই কাজ করতে ভালোবাসি। ভালোবাসা এখানেই পেয়েছি। আমি এখনও একজন মেয়ে, একজন বোন, একজন পার্টনার।

কিন্তু তিনি কার পার্টনার? সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলেননি অভিনেত্রী। তবে জীবনসঙ্গী হিসেবে কেমন পুরুষ পছন্দ, সে কথাও জানিয়েছেন তিনি।

নায়িকার ভাষ্য, যার মুখে সবসময় হাসি থাকবে। আশপাশের মানুষদের প্রাপ্য সম্মান দেবে, তেমন মানুষই ভালো লাগে। অর্থাৎ সম্পর্কে থাকার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েও সঙ্গীর নামটি গোপনই রাখলেন রাশমিকা।

বর্তমানে 'সিকান্দার' সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন রাশমিকা মান্দানা। এতে তাকে বলিউড ভাইজান সালমান খানের সঙ্গে দেখা যাবে পর্দায়। এছাড়া আসন্ন সিনেমা 'ছাবা'র প্রচারে ব্যস্ত রাশমিকা। এতে ছত্রপতি শিবাজির স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

জানা গেছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে 'ছাবা'। সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন, ভিকি কৌশল, আশুতোষ রানা, দিব্যা দত্ত, নীল ভূপালম, সন্তোষ জুভেকার এবং প্রদীপ রাওয়াত।

১৫ বছর পর বাংলা সিনেমায় ফিরছেন রাভিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হিন্দি সিনেমাতে অনিয়মিত হয়ে যাওয়া নব্বই দশকের অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন আরও একবার বাংলা চলচ্চিত্রে কাজ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পরিচালক আতিউল ইসলামের 'বানসারা' সিনেমায় কাজ করার প্রস্তাব গেছে এই নায়িকার কাছে।

কাজটি আলোর মুখ দেখলে দীর্ঘ ১৫ বছর পর বাংলা সিনেমায় রাভিনাকে পাবেন দর্শকরা। অভিনেত্রী বাংলা সিনেমায় সবশেষ কাজ করেছেন ২০১০ সালে, রাজা সেন পরিচালিত 'ল্যাবরেটরি' সিনেমায়।

এই অভিনেত্রীর নতুন কাজের খবর দিয়ে আনন্দবাজার লিখেছে, 'বানসারা' করার প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন রাভিনা। সিনেমায় একজন

রাভিনা ট্যান্ডন

রাজনীতিকের চরিত্রে পাওয়া যাবে তাকে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার মাফিয়া জগত এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের টক্করের নানা ঘটনায় সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে।

পরিচালক আতিউল ইসলাম বলেন, রাভিনার সঙ্গে যোগাযোগের পর্ব সারা হয়েছে। সিনেমাটি বড় আকারে তৈরি হচ্ছে বলেই আমরা তার মত একজন অভিনেত্রীর ভেবেছি। আতিউলের কথায়, "রাভিনার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছে। কলকাতায় শুটিং শুরু হলে তিনি যোগ দেবেন।

'বানসারা' সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে আরও আগে থেকেই। পুরুলিয়ার অংশের আউটডোরের শুটিং শেষ হয়েছে। এবার কলকাতা এবং ঝাড়খণ্ডের শুটিং হবে বলে জানিয়েছেন আতিউল। সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন বনি সেনগুপ্ত এবং অপরাজিতা আঢ্য। চলতি বছরের দুর্গোৎসবে 'বানসারা' মুক্তির কথা ভাবছে পরিচালক ও প্রযোজনা সংস্থা।

১৯৯১ সালে ক্যারিয়ার শুরু করা রাভিনা এক পর্যায়ে বিয়ে করে সিনেমা ছাড়লেও সম্প্রতি ফিরেছেন ওয়েব সিরিজ দিয়ে। তবে রাভিনার নাম শুনলেই মনে আসে নব্বইয়ের দশকের 'টিপ টিপ বরষা পানি' গানটি। ওই গানে বৃষ্টিতে হলুদ শাড়িতে তার নাচ দারুণ আলোচিত ছিল।

শিকড়ে ফিরে যাচ্ছেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ছিপছিপে গড়নের সেই যে ছেলেটি, মাথায় রং করা চুলের ঝুটি! বছর ১৫ আগে সেই ছবি দেখিয়ে লাতিন মিডিয়াগুলো প্রথম খবর প্রকাশ করতে থাকে। তারা বলতে থাকে, এক বিস্ময় বালকের আবির্ভাব হতে যাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলে। সান্তোসে খেলা সেই ছেলেটিকে পরে বিশ্ব চিনে নিয়েছিল বার্সেলোনা, পিএসজি ও ব্রাজিলের জার্সি গায়ে।

সে দিনের সেই কিশোর নেইমার এখন বছর বত্রিশের পরিণত একজন। ক্যারিয়ারে চোটাঘাত তাঁকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে। গত দুই মৌসুমে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে তাঁর নাম নথিভুক্ত থাকলেও আদতে তাদের কিছুই দিতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। সাকল্যে মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি আল হিলালের হয়ে এবং গোল মাত্র একটি। যিনি বিরল ফুটবলারের একজন, যিনি কিনা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ক্লাবের হয়ে ১০০-এর বেশি গোল করেছেন, সেই নেইমার আদতে রিয়াদের ক্লাবটিকে কিছুই দিতে পারেননি।

বরং বাঁ-পায়ে অস্ত্রোপচার করার পর প্রায় এক বছর ক্লাবটি তাঁর সব চিকিৎসার খরচ জুগিয়েছে। এখন তিনি অনেকটাই ফিট। এই জুন পর্যন্তই চুক্তি ছিল তাঁর আল হিলালের সঙ্গে। তার আগেই নেইমার আল হিলাল ছেড়ে তাঁর শৈশবের ক্লাব ব্রাজিলের সান্তোস এএফসিতে ফিরে যাচ্ছেন। গতকাল সৌদি ক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে সেই খবর নিশ্চিতও করেছে। 'নেইমার তাঁর ক্যারিয়ারে আমাদের জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর আগামীর জন্য শুভকামনা।'

ইএসপিএনের খবর, দু'পক্ষের সমঝোতার মধ্য দিয়েই চুক্তি ভাঙা হয়েছে। ২০২৩ সালে পিএসজি থেকে আল হিলালে এসেছিলেন নেইমার। বছরে প্রায় ১১০ মিলিয়ন পাউন্ড পেতেন নেইমার আল হিলালের কাছ থেকে। ক্লাবটির হয়ে মোট ৪২৮ মিনিট খেলেছেন। তবে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানাচ্ছে, চোটের কারণে এত বেশি আয় করতে পারেননি তিনি। ৫২ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো পেয়েছেন তিনি আল হিলাল থেকে। আর্থিক এই ক্ষতি মেনে নিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

সৌদিতে সপ্তাহে যেখানে তাঁর বেতন ছিল ১.৫ মিলিয়ন ইউরো, সেখানে সান্তোসে ৫০ হাজার ইউরোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ব্রাজিলের এই ক্লাবটিতে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার ইউরো পেয়ে থাকেন বাকিরা, সেই হিসাবে নেইমারের বেতন দ্বিগুণ। যদিও সৌদি থেকে বেতনের প্রায় ৯৭ শতাংশ ছাড় দিয়েই আসছেন তিনি। কেননা তিনি ব্রাজিলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরতে চান এবং এ জন্য তাঁকে নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লিগে খেলতে হবে। সে কারণেই নাকি সৌদি লিগের বাইরে ব্রাজিলের ঘরোয়া লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আপাতত সান্তোসের সঙ্গে ৬ মাসের চুক্তিতে যাচ্ছেন তিনি, সঙ্গে এক বছরের বর্ধিত সময়ও রয়েছে। যেখানে দু'পক্ষ চাইলে আরও এক বছর সান্তোসে খেলতে পারবেন নেইমার। প্রিয় ক্লাবের হয়ে মাঠে নামার জন্য নেইমার নাকি এতটাই মুখিয়ে, এরই মধ্যে মেডিকেল টেস্ট দিতে দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি সান্তোসের পরের ম্যাচেই মাঠে নামতে চাইছেন। লাতিন মিডিয়াগুলোর খবর, সান্তোসের মালিকানার কিছু অংশ নিতে চলেছেন নেইমার।

অবসর ভেঙে মাঠে ফিরছেন ডি ভিলিয়ার্স

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবসর ভেঙে আবারও মাঠে ফিরছেন প্রোটিয়া কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স। ২০২১ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছিলেন তিনি। তবে সেই অবসর ভেঙে আগামী জুলাইয়ে মাঠে ফিরছেন সাবেক প্রোটিয়া অধিনায়ক।

আগামী ১৮ জুলাই মাঠে গড়াবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসের (ডব্লিউসিএল) দ্বিতীয় আসর। এই আসর দিয়ে দীর্ঘ ৪ বছর পর মাঠে ফিরবেন ডি ভিলিয়ার্স। মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) নিজের ফেসবুক পেইজে এক ভিডিও বার্তায় মাঠে ফেরার কথা জানিয়েছেন 'মিস্টার ৩৬০'।

মূলত অবসরপ্রাপ্ত ও ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তির বাইরে থাকা ক্রিকেটাররা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিত্বকারী দলের নেতৃত্ব দেবেন ডি ভিলিয়ার্স।

তিনি এক ভিডিও বার্তায় বলেন, 'চার বছর আগে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। কারণ আর খেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। মাঝে অনেকদিন চলে গেছে এবং আমার ছেলেও খেলা শুরু করেছে। আমরা একসঙ্গে বাগানে খেলি এবং মনে হয় আমার ভেতরে কিছুটা আগুন রয়ে গেছে। তাই আমি জিম এবং নেটে ফিরছি এবং জুলাইয়ে ডব্লিউসিএলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

দারুণ ফর্মে থাকা সত্ত্বেও ২০২১ সালের নভেম্বরে জাতীয় দল থেকে অবসর নেন ডি ভিলিয়ার্স। ৪ বছর পর তিনি মাঠে ফিরছেন। তার দলের নাম 'গেম চেঞ্জার্স সাউথ আফ্রিকা চ্যাম্পিয়ন্স'। এই দলে আরও আছেন জ্যাক ক্যালিস, হার্শেল গিবস, ডেল স্টেইন ও ইমরান তাহিরের মতো কিংবদন্তিরা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মিলারের খেলা নিয়ে শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির এবারের আসর। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বড় দুঃসংবাদ পেলো দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেলেন অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার। টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন তারকা এই ব্যাটার।

গত কয়েক মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার একাধিক ক্রিকেটার ইনজুরিতে পড়ে চলে গেছেন মাঠের বাইরে। ইনজুরির কারণে দল থেকে ছিটকে গেছেন নান্দ্রে বার্গার, লিজাড উইলিয়াম, ড্যারিন ডুপাভিলন, উইয়ান মুল্ডার এবং ওটনিল বার্টম্যানের মতো ক্রিকেটাররা। চোট পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য লুঙ্গি এনগিডিও নেই দলে। এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদ পড়েছেন আনরিখ নরকিয়া।

চোটের কারণে এতদিন খেলতে পারেননি লুঙ্গি এনগিডি। এবার ইনজুরিতে পড়লেন মিলারও। তবে তার চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু এমন ইনজুরিতে তার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা নিয়েও শুরু হয়েছে শঙ্কা।

দক্ষিণ আফ্রিকার লিগ এসএ ২০-এর দল পার্ল রয়্যালসের অধিনায়ক ডেভিড মিলার। দলটির হয়ে ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছেন তিনি। ডারবান সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে কাভারে ফিল্ডিং করছিলেন এই ব্যাটার। মার্কাস স্টয়েনিসের একটি ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে চোট পান বাঁহাতি এই ব্যাটার।

বর্তমানে তার পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে ক্রিকেট সাউথআফ্রিকা (সিএসএ)। আশা করা হচ্ছে লুঙ্গি এনগিডি এবং মিলার দুজনকে নিয়েই পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স খেলতে যেতে পারবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR